দৈনিক ইত্তেফাক

28 JUL 2005

কৃষি শিক্ষায় মেয়েদের আগ্রহ বাড়ছে

কৃষি প্রযুক্তি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, কৃষি ভিত্তিক জনমুখী কর্মপরিকল্পনা, কৃষি পেশার সামাজিক ও সার্বজনীন বিকাশের লক্ষ্যে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও আজ সমানভাবে এগিয়ে আসছে। এক সময় ভাবা হত, কৃষিতে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে কৃষিবিদ হওয়াটা মেয়েদের জন্য নয়। কিন্তু এ ধারণার আজ পরিবর্তন হচ্ছে। এদেশে তিনটি প্রধান কারিগরি পেশা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ। এর মধ্যে মেয়েরা ডাক্তার পেশাকেই বেছে নিত এই ভেবে যে এটা শোভনীয় ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। কৃষিবিদ হয়ে কৃষকদের সাথে মিশে কাজ করার ভ্রান্ত ধারণায় এ পেশায় মেয়েরা আগ্রহী ছিল না। এ ধারণা এখন আর নেই। কৃষিবিদ হয়ে মেয়েরা কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা করে বিশেষ অবদান রেখে চলছে।

উপমহাদেশের প্রাচীনতম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবার পর দীর্ঘদিন কোন মেয়ে এ প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়নি। অনুসন্ধান করে দেখা যায়, ১৯৭২ সালে ৪/৫ জন মেয়ে কৃষিতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে। ধীরে ধীরে এ সংখ্যা বাড়তে থাকে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুরে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারী-বেসরকারী কলেজগুলোর কৃষি অনুষদে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মেয়েরা কৃষিতে বিএসসি এজি ও এমএসসিএজি ডিগ্রী নিচ্ছে। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান তিনটি সেমিস্টারে শতকরা প্রায় ৩৮% মেয়ে কৃষি অনুষদে লেখাপড়া করছে। মেয়েরা কেন এ শিক্ষায় এগিয়ে আসছে? তাদের স্বপ্ন কী ছিল? তাদের ভবিষ্যতে নিয়ে কি ভাবছে এ নিয়ে কথা হয় এ অনুষদের ছাত্রীদের সাথে।

কেয়া হাওলাদার ঃ শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেভেল-২ এর ছাত্রী। সে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসিতে বরিশাল বোর্ডে অষ্টম স্থান দখল করে। সে জানায়, মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চেয়ে কৃষিতে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার আগ্রহই বেশি ছিল। বাবা অমত করেনি। আমার স্বপ্ন কৃষিতে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে গবেষণা করা। দেশ ও কৃষির উন্নয়নে আমি অবদান রাখতে চাই। আমার বিশ্বাস আমি দেশকে কিছু দিতে পারব।'

নাসরিন সুলতানা জেসি ঃ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। সে জানায়, ইচ্ছে ছিলো মেডিক্যাল পড়ারব কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়ে উঠেনি। পরে ভাইয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। এখন খুব ভাল লাগছে। জেসি জানায়, মেয়েদের এ শিক্ষায় আরো এগিয়ে আসা উচিত। মেয়েরা এ পেশায় বড় স্থান দখল করে নিতে পারবে।

রওনক জাহান মুন্নি, লেভেল-২-এর ছাত্রী জানায়, গাজীপুরে থাকাকালীন সময় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেখে অভিভূত হয়েছি। কৃষি বিষয়ে গবেষণা, নতুন জাত-প্রযুক্তি আবিষ্কার করে দেশের জন্য কিছু করা সম্ভব। তাই এ শিক্ষাটাই বেছে নিয়েছি। অনেক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চান্স পেয়েছি। মুন্নি জানায়, সরকার মেয়েদের কৃষি শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্য ভাল ভাল পদক্ষেপ নিতে পারে।

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেভেল-১ এর সুলতানা রাজিয়া হলের ছাত্রী জুবাইয়া বেগম সাথী জানায়, প্রথমে ভর্তি হবার ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হয়ে নিজের ও দেশের জন্য কিছু করা। পরে এখানে ভর্তি হলাম, মা-বাবা অমত করেনি। আমাদের ক্যাম্পাস খুব সুন্দর। এখন ভাবছি, ভর্তি হয়ে ভালই করছি। কৃষি রসায়ন, বনায়ন, এগ্রোনমি, হার্টিকালচার, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, জেনিটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং এন্টোমলোজির মতো মজাদার বিষয় নিয়ে পড়া, খুবই ভাল লাগছে। মেয়েদের এ শিক্ষায় এগিয়ে আসা উচিত।

সফল যারা

সাহিদা সরকার পারুল ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটরে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তিনি জানান, আমি ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। আমাদের বিভাগে ৩৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৮ জন মেয়ে ছিল। সবাই ভাবত কৃষি শিক্ষা মেয়েদের জন্য নয়। এ ধারণা আজ পাল্টে গেছে। মেয়েদের সামাজিক প্রতিভা বেশি। সে জানায়, কৃষিতে ছেলেদের যেমন সুযোগ-সুবিধা আছে মেয়েদেরও তেমন আছে। অনেক এনজিও প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে মেয়েদের চাকরির সুযোগ বেশী।

ড. সালেহা খাতুন ঃ বাংলাদেশর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের প্রথম ছাত্রী। বর্তমানে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। তিনি জানান, আগে ধারণা ছিল, ভালো পরিবারের মেয়েরা এখানে পড়তে আসে না। যুগ পাল্টে যাচ্ছে। চিন্তা-ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতা বেশী। এ পেশায় মেয়েরা ভালই ফলাফল করছে। তিনি বলেন, মেয়েদের আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। বেশি করে নারী উন্নয়ন প্রকল্প দেয়া উচিত। মেয়েদের কৃষি শিক্ষায় আরো আগ্রহী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

মেয়েদের কৃষিতে উচ্চতর ডিগ্রী নেয়া এ বিষয়ে কথা হয় শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম ফারুক-এর সাথে। তিনি জানান, মেয়েরা কৃষি শিক্ষায় আগ্রহী হচ্ছে বিষয়টি দেশ ও কৃষি উন্নয়নের সাথে জড়িত। আগে মেয়েরা এ শিক্ষায় এগিয়ে আসেনি। যুগ পরিবর্তন হচ্ছে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়েছে। মেয়েরা কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে। উপাচার্যের মেয়ে ফ্রিসিয়া ফারুক একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন।